যমসংহিতা।

অথাতো হ্যস্ত ধর্ম্মস্ত প্রায়শ্চিত্তাভিধায়কম্।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং ধর্ম্মশাস্ত্রং প্রবর্ত্ততে॥ ১
জলাগ্ন্যুদ্বন্ধনভ্রষ্টাঃ প্রব্রজ্যানশনচ্যুতাঃ।
বিষপ্রপতনপ্রায়শস্ত্রাঘাতচ্যুতাশ্চ যে॥ ২
সর্ব্বে তে প্রত্যবসিতাঃ সর্ব্বলোকবহিষ্কৃতাঃ।
চান্দ্রায়ণেন শুধ্যন্তি তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়েন বা॥ ৩
উভয়াবসিতাঃ পাপা যেহগ্রাম্যবরণাচ্চ্যুতাঃ।
ইন্দুদ্বয়েন শুধ্যন্তি দত্বা ধেনুং তথা বৃষম্॥ ৪
গোব্রাহ্মণহনং দগ্ধ্বা মৃতমুদ্বন্ধনেন চ।
পাশং তস্যৈব ছিত্বা তু তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ॥ ৫
কৃমিভির্ব্রণসম্ভূতৈর্ম্মক্ষিকাশ্বোপঘাতিতঃ।
কৃচ্ছ্রার্দ্ধং সম্প্রকুর্ব্বীত শক্ত্যা দদ্যাত্তু দক্ষিণাম্॥ ৬
ব্রাহ্মণস্য মলদ্বারে পূয়শোণিতসম্ভবে।
কৃমিভুক্তব্রণে মৌঞ্জীহোমেন স বিশুধ্যতি॥ ৭
যঃ ক্ষত্রিয়স্তথা বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চাপ্যনুলোমজঃ।
জ্ঞাত্বা ভুঙ্ক্তে বিশেষেণ চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্॥
কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণস্য গ্রাসঞ্চ পরিকল্পয়েৎ।
অন্যথাহারদোষেণ ন স তত্র বিশুধ্যতি॥ ৯
একৈকং বর্দ্ধয়েচ্ছুক্লে কৃষ্ণপক্ষে চ হ্রাসয়েৎ।
অমাবস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণো বিধিঃ॥ ১০
সুরান্যমদ্যপানেন গোমাংসভক্ষণে কৃতে।
তপ্তকৃচ্ছ্রং চরেদ্বিপ্রস্তৎপাপস্য প্রণশ্যতি॥ ১১
প্রায়শ্চিত্তে হ্যপক্রান্তে কর্ত্তা যদি বিপদ্যতে।
পূতস্তদহরেবাপি ইহলোকে পরত্র চ॥ ১২
যাবদেকঃ পৃথগ্‌দ্রব্যঃ প্রায়শ্চিত্তে ন শুধ্যতি।
অপরাস্তেন চ স্পৃশ্যাস্তেহপি সর্ব্বে বিগর্হিতাঃ॥ ১৩
অভোজ্যাশ্চাপ্রতিগ্রাহ্যা অসম্পাঠ্যা বিবাহিনঃ।
পূয়স্তেহনুব্রতে চীর্ণে সর্ব্বে তে ঋকৃথভাগিনঃ॥ ১৪

অনন্তর চতুর্ব্বর্ণের অবলম্বনীয় এই ধর্ম্মের অন্তর্গত ধর্ম্মশাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে। প্রায়শ্চিত্তো-পদেশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। যাহারা জলপ্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ, উদ্বন্ধন, প্রব্রজ্যা (মহাপ্রস্থান গমন), অনশন ব্রত, বিষপান, উচ্চস্থান হইতে পতন, প্রয়োপবেশন, বা নিজকৃত শস্ত্রাঘাতেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় নাই, সেই সকল সর্ব্বলোক-পরিত্যক্ত প্রত্যবসিত ব্যক্তিগণ চান্দ্রায়ণ অথবা দুই তপ্তকৃচ্ছ্র-ব্রত আচরণ করিলে বিশুদ্ধ হইবে। যাহারা বাণ-প্রস্থ আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাদিগের ইহকালও নাই, পরকালও নাই। সেই পাপিষ্ঠগণ দুইটী চান্দ্রায়ণ ব্রত এবং ধেনু ও বৃষ দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। গোহত্যাকারীকে, ব্রহ্মহত্যা-কারীকে বা উদ্বন্ধনমৃতকে দগ্ধ করিলে, এবং উদ্বন্ধনমৃতের রজ্জু ছেদন করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। ব্রণসম্ভূত কৃমি, দুষ্টমক্ষিকা বা কুকুর কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে প্রাজাপত্যার্দ্ধ ব্রত করিবে এবং যথাশক্তি তাহার দক্ষিণা দিবে। ব্রাহ্মণের মলদ্বারে কৃমিদংশনজনিত ব্রণ হইতে পূয ও রক্ত নির্গত হইলে, সেই ব্রাহ্মণ, মৌঞ্জীহোম করিবে, তদ্দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ("ব্রাহ্মণস্য ব্রণদ্বারে পূযশোণিতসম্ভবে। কৃমিরুৎপদ্যতে" ইহা পাঠান্তর। ইহার অনুবাদ এই—ব্রাহ্মণের পূযরক্তময় ক্ষতস্থানে কৃমি উৎপন্ন হইলে")। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অনুলোমজ মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতি ইহার মধ্যে যে নিজ মলদ্বার হইতে প্রকৃতপক্ষে পূযশোণিত-নির্গম জানিয়াও আহার করে, সে চন্দ্রায়ণব্রত করিবে। গ্রাসের পরিমাণ কুক্কুটাণ্ডের মত করিবে। ইহা হইতে পরিমাণাধিক্য হইলে, আহারদোষে (চন্দ্রায়ণ অসিদ্ধ হওয়ায়) সে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইতে পারিবে না। শুক্লপক্ষে এক এক গ্রাস বাড়াইবে, কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস কমাইবে এবং অমাবস্যাতে ভোজন করিবে না, ইহাই চান্দ্রায়ণের বিধি। ১—১০। সুরা ভিন্ন অপর মদ্য (খার্জ্জুর পানসাদি) পানের সহিত গোমাংস ভক্ষণ করিলে, অর্থাৎ সুরা ভিন্ন অপর মদ্য পান বা গোমাংস ভক্ষণ করিলে, ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে, তাহা হইলেই সেই পাপ বিনষ্ট হইবে। পাপকর্ত্তা যদি প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়া মরিয়া যায়, সে ব্যক্তি সেই দিনেই ইহলোকে ও পরলোকে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। অপালনাদি নিমিত্ত গোবধাদি পাপে পৃথগন্নবর্ত্তী এক ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হয়, তথাপি সেই সমস্ত অপরাপর (জ্ঞাতি) স্পর্শযোগ্য নহে এবং তাহারা নিন্দিত হইয়া থাকে। তাহাদিগের অন্ন অভোজ্য, তাহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ অকর্ত্তব্য, তাহাদিগকে অধ্যাপনা করা নিষিদ্ধ এবং তাহা-

উনৈকাদশবর্ষস্য পঞ্চবর্ষাৎ পরস্য চ।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চরেদ্‌ভ্রাতা পিতা অন্যোঽপি বান্ধবঃ॥ ১৫
অতো বালতরস্যাপি নাপরাধো ন পাতকম্‌।
রাজদণ্ডো ন তস্যাস্তি প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥ ১৬
অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালো বাপ্যূনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো রোগিণ এব চ॥ ১৭
অস্তং গতো যদা সূর্য্যশ্চাণ্ডালরজকস্ত্রিয়ঃ।
সংপৃষ্টাস্তু তদা কৈশ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তং কথম্ভবেৎ॥ ১৮
জাতরূপং সুবর্ণঞ্চ দিবানীতঞ্চ যজ্জলম্‌।
তেন স্নাত্বা চ পীত্বা চ সর্ব্বে তে শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ১৯
দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ২০
অন্নং শূদ্রস্য ভোজ্যং বা যে ভুঞ্জন্ত্যবুধা নরাঃ।
প্রায়শ্চিত্তং তথা প্রাপ্তং চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্‌॥ ২১
প্রাপ্তে দ্বাদশমে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।

দিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিবে না। তবে পরে সেই সকল জ্ঞাতি ব্রতানুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। যাহার বয়ঃক্রম একাদশবর্ষের ন্যূন এবং পঞ্চবর্ষের উর্দ্ধ (সে কোন পাপকার্য্য করিলে) তাহার পিতা ভ্রাতা বা অন্য কোন বান্ধব, তাহার হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে, ইহা হইতেও অধিক বালক, তাহার অপরাধ নাই, পাপ নাই, সুতরাং তাহার রাজদণ্ডও নাই, প্রায়শ্চিত্তও নাই। যাহার অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম (এইরূপ বৃদ্ধ) যে ষোড়শবর্ষন্যূনবয়স্ক বালক, স্ত্রীলোক এবং রোগী—ইহারা অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী। যখন সূর্য্য অস্তে গিয়াছেন, সেই-সময়ে কোন কোন ব্যক্তি চাণ্ডালস্ত্রী বা রজকস্ত্রী স্পর্শ করিয়া ফেলিলে, ঐ সকল ব্যক্তির কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে? যে জল দিবসে আনীত, তাহাতে রৌপ্য বা সুবর্ণ দিয়া সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করিলে সেই সমস্ত ব্যক্তি শুচি হইবে, ইহা স্মৃত হইয়াছে। দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র (অর্থাৎ যাহাদিগের সহিত পুরুষানুক্রমে বিশেষ মিত্রতা চলিয়া আসিতেছে, তাহারা) অর্দ্ধসীরী যাহার সহিত আধা-আধি ভাগ করিয়া লইয়া একখণ্ড জমিতে চাষ করা যায়) এবং যে আত্মসমর্পণ করে, শূদ্রদিগের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে। ১১—২০। যে সকল মূর্খ ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য, শূদ্রভোজ্য অন্ন ভোজন করে, সেই পাপেই তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্যক হাওয়ায় প্রত্যেকেই চন্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। যে ব্যক্তি

মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্‌॥ ২২
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্‌॥ ২৩
যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ॥ ২৪
বন্ধ্যা তু বৃষলী জ্ঞেয়া বৃষলী তু মৃতপ্রজা।
শূদ্রী তু বৃষলী জ্ঞেয়া কুমারী তু রজস্বলা॥ ২৫
যৎ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনাদ্দ্বিজঃ।
তদ্ভৈক্ষ্যভুগ্‌ জপন্নিত্যং ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্ব্যপোহতি॥ ২৬
স্ববৃষং যা পরিত্যাজ্যান্যবৃষেণ বৃষস্যতি।
বৃষলী সা তু বিজ্ঞেয়া ন শূদ্রী বৃষলী ভবেৎ॥ ২৭

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইতেছে দেখিয়াও কন্যা অর্পণ না করে, ঐ পিতা, সেই কন্যার মাসে মাসে যে রজ হয়, সেই রক্তপান করিয়া থাকে অর্থাৎ তত্তুল্য পাপী হয়*। মাতা পিতা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা কন্যা বা ভগিনীকে বিবাহ হইবার পূর্ব্বে রজস্বলা (একাদশবর্ষবয়স্কা) হইতে দেখিলে, তাহারা তিনজনেই নরকে গমন করে। যে ব্রাহ্মণ মদমোহিত হইয়া সেই রজস্বলা কন্যাকে বিবাহ করে, সেই বৃষলীপতি ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ ও পংক্তিভোজন নিষিদ্ধ। বন্ধ্যাকে বৃষলী বলিয়া জানিবেন, মৃতবৎসাও বৃষলী। আর শূদ্রভার্য্যা বৃষলী এবং কুমারী অবস্থায় রজস্বলা নারীকে বৃষলী বলিয়া জানিবে। দ্বিজ, একমাত্র বৃষলী-সেবনে যে পাপকার্য্য করেন, তিন বৎসর প্রত্যহ ভিক্ষান্ন ভোজন ও জপ করিয়া তাঁহার সেই পাপ বিনষ্ট করিতে হয়। সেই পাপ বিনষ্ট করিতে প্রত্যহ ভিক্ষান্ন ভোজন ও জপ করিলেও তিন বৎসর লাগে। যে স্ত্রী নিজ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ-সঙ্গ ইচ্ছা করে, তাহাকেই বৃষলী বলিয়া জানিবে; শূদ্রপত্নী বৃষলী নহে†। য

* গর্ভ হইতে গণনা করিলে দশমবর্ষের শেষ মাসে কন্যার বয়ঃক্রম হয় ১০ বৎসর ১০ মাস, আর দুই মাস অতীত হইলেই গর্ভদ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইবে, অন্ততঃ এই সময়ে—এই দশমবর্ষের শেষ-মাসে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইল আর কি বিবেচনা করিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত—ইহাই বচনের মর্ম্ম।

† ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণীও শূদ্রী অপেক্ষা অপকৃষ্ট —ইহা জানাইবার জন্য শূদ্রপত্নী বৃষলী নহে, ইহা উক্ত হইল।

বৃষলীফেনপীতস্য নিশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্নৈব বিদ্যতে ॥ ২৮
শ্বিত্রী কুষ্ঠী তথা চৈব কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ পিশুনো মৎসরস্তথা ॥ ২৯
দুর্ভগো হি তথা ষণ্ডঃ পাষণ্ডী বেদনিন্দকঃ।
হৈতুকঃ শূদ্রযাজী চ অযাজ্যানাঞ্চ যাজকঃ ॥ ৩০
নিত্যং প্রতিগ্রহে লুব্ধো যাচকো বিষয়াত্মকঃ।
শ্যাবদন্তোঽথ বৈদ্যশ্চ অসদালাপকস্তথা ॥ ৩১
এতে শ্রাদ্ধে চ দানে চ বর্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৩২
ততো দেবলকশ্চৈব ভৃতকো বেদবিক্রয়ী।
এতে বর্জ্জ্যাঃ প্রযত্নেন এতদ্ভাস্বতিরব্রবীৎ ॥ ৩৩
এতান্নিযোজয়েদ্যস্তু হব্যে কব্যে চ কর্ম্মণি।
নিরাশাঃ পিতরস্তস্য যান্তি দেবা মহর্ষিভিঃ ॥ ৩৪
অগ্রে মাহিষিকং দৃষ্ট্বা মধ্যে তু বৃষলীপতিম্।
অন্তে বার্দ্ধুষিকং দৃষ্ট্বা নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥ ৩৫
মহিষীত্যুচ্যতে ভার্য্যা যা চৈব ব্যভিচারিণী।
তান্ দোষান্ ক্ষমতে যস্তু স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬
সমার্ঘস্তু সমদ্ধৃত্য মহার্ঘং যঃ প্রযচ্ছতি।
স বৈ বার্দ্ধুষিকো নাম ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতঃ ॥ ৩৭
যাবদুষ্ণং ভবত্যন্নং যাবদ্ভুঞ্জন্তি বাগ্যতাঃ।
অশ্নন্তি পিতরস্তাবদ্যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥ ৩৮
হবির্গুণা ন বক্তব্যাঃ পিতরো যত্র তর্পিতাঃ।
পিতৃভিস্তর্পিতৈঃ পশ্চাদ্বক্তব্যং শোভনং হবিঃ ॥ ৩৯
যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যেষু মন্ত্রবিৎ।
তাবতো গ্রসতে পিণ্ডান্ শরীরে ব্রহ্মণঃ পিতা ॥ ৪০
উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৪১
অনুচ্ছিষ্টেন সংস্পৃষ্টে স্নানমাত্রং বিধীতে।
তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ৪২
যাবদ্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে সম্ভোজনহিরণ্যকৈঃ।
তাবচ্চীর্ণব্রতস্যাপি তৎপাপং প্র। শ্রুতি ॥ ৪৩

ব্যক্তি বৃষলীর মুখামৃত পান করিয়াছে, বৃষলীর নিশ্বাসে দূষিত হইয়াছে ও তাহাতে সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। শ্বিত্রী, কুষ্ঠী, কুনখী, শ্যাবদন্ত (যাহার দন্ত স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ,) চিররোগী, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, খল, পরদ্বেষী, দুর্ভগ (অর্থাৎ অতি কুরূপ ইত্যাদি), ক্লীব, পাষণ্ডী, বেদনিন্দক, হৈতুক (কুতার্কিক), শূদ্রযাজী, পতিতাদি-অযাজ্য-যাজী, অনবরত প্রতিগ্রহলোভী, যাচক, বিষয়লোলুপ, শ্যাবদন্ত (যাহার দুইটী দন্তের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম একটি দন্ত থাকে) চিকিৎসাব্যবসায়ী এবং অসদালাপী অর্থাৎ অসম্বদ্ধপ্রলাপী ইত্যাদি—ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ও দানে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে পাত্রাসনে বসাইবে না এবং দান করিবে না। দেবল ব্রাহ্মণ, বেতনভোগী এবং বেদবিক্রয়ী, ইহাদিগকেও তাহা হইতে যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে যম—এই কথা বলেন। যে, হব্যে (যাগযজ্ঞাদি কার্য্যে) বা কব্যে (শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে) ইহাদিগকে নিযুক্ত করে, অর্থাৎ যজ্ঞে ঋত্বিক্ ও কব্যে পাত্রীয় ব্রাহ্মণ করে, তাহার পিতৃগণ ও দেবগণ মহর্ষিদিগের সহিত নিরাশ হইয়া স্বস্থানে গমন করেন অগ্রে মাহিষিক, মধ্যে বৃষলীপতি ও শেষে বার্দ্ধুষিক দর্শন করিলে, পিতৃগণ নিরাশ হইয়া গমন করেন (এতাবতা ইহাদিগকে শ্রাদ্ধস্থলে আসিতে দেওয়া নিষেধ)। যে ভার্য্যা ব্যভিচারিণী তাহাকে "মহিষী" বলা যায়, যে পতি জানিয়া-শুনিয়া পত্নীর সেই সকল দোষ ক্ষমা করে, সে "মাহিষিক বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি কোন বস্তু উচিতমূল্যে ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তাহার নাম বার্দ্ধুষিক, সে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের নিকট নিন্দিত। অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকিবে, পাত্রীয় ব্রাহ্মণগণ মৌনাবলম্বন করিয়া ততক্ষণ ভোজন করিবেন এবং যতক্ষণ ভোজ্য অন্নাদি—হবির গুণ কথিত না হয়, পিতৃগণ ততক্ষণই ভোজন করিয়া থাকেন অর্থাৎ ততক্ষণই পিতৃগণের ব্রাহ্মণভোজনজনিত তৃপ্তি হয়। পিতৃগণ যতক্ষণ তৃপ্তি লাভ করিবেন, ততক্ষণ, হবি'র অর্থাৎ ঐ সমস্ত অন্নাদির গুণ কীর্ত্তন করিবে না। পিতৃগণের তৃপ্তি হইলে পর অর্থাৎ শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে অন্নাদি উত্তম হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করিবে। মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ হব্য-কব্য কর্ম্ম-উপলক্ষে যতগুলি গ্রাস ভোজন করেন, পিতা সেই ব্রাহ্মণের শরীরস্থ হইয়া ততগুলি পিণ্ড ভোজন করেন। ৩১—৪০। উচ্ছিষ্ট দ্বিজ,—উচ্ছিষ্ট বস্তু, কুক্কুর, এবং শূদ্রকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, একদিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলেই শুদ্ধ হইবে। যতক্ষণ উত্তম ভোজন ও সুবর্ণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানিত না করা হয়, ততক্ষণ কৃতপ্রায়শ্চিত্তের ও সেই পাপ বিনষ্ট হয়

যদ্বেষ্টিতং কাকবলাকচিল্লৈ-
রমেধ্যলিপ্তস্তু ভবেচ্ছরীরম্।
গাত্রে মুখে চ প্রবিশেচ্চ সম্যক্
স্নানেন লেপোপহতস্য শুদ্ধিঃ॥ ৪৪
ঊর্দ্ধং নাভেঃ করৌ মুক্ত্বা যদঙ্গমুপহন্যতে।
ঊর্দ্ধং স্নানমধঃশৌচং তন্মাত্রেণৈব শুধ্যতি॥ ৪৫
অভক্ষ্যাণামপেয়ানামলেহ্যানাঞ্চ ভক্ষণে।
রেতোমূত্রপুরীষাণাং প্রায়শ্চিত্তং কথম্ভবেৎ॥ ৪৬
পদ্মোডুম্বরবিল্বাশ্চ কুশাশ্বত্থপলাশকাঃ।
এতেষামুদকং পীত্বা ষড়রাত্রেণৈব শুধ্যতি॥ ৪৭
যঃ প্রত্যবসিতো বিপ্রঃ প্রব্রজ্যাগ্নিনিরাপদি।
অনাহিতাগ্নির্ব্বর্ত্তেত গৃহিত্বঞ্চ চিকীর্ষতি॥ ৪৮
আচরেত্ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি চরেচ্চান্দ্রায়ণানি চ।
জাতকর্ম্মাদিভিঃ প্রোক্তৈঃ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥ ৪৯
তূলিকা উপধানানি পুষ্পং রক্তাম্বরাণি চ।
শোষয়িত্বা প্রতাপেন প্রোক্ষয়িত্বা শুচির্ভবেৎ॥ ৫০
দেশং কালং তথাত্মানং দ্রব্যং দ্রব্যপ্রয়োজনম্।
উপপত্তিমবস্থাঞ্চ জ্ঞাত্বা ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥ ৫১
রথ্যাকর্দ্দমতোয়ানি নাবায়সতৃণানি চ।
মারুতার্কেণ শুধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ॥ ৫২
আতুরে স্নানসম্প্রাপ্তে দশকৃত্বো হ্যনাতুরঃ।
স্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেৎ তন্তু ততঃ শুধ্যেত আতুরঃ॥ ৫৩
রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৫৪
এষাং গত্বা তু যোষাং বৈ তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ॥ ৫৫
স্ত্রীণাং রজস্বলানাস্তু স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি যদা ভবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তাসাং বর্ণে বর্ণে বিধীয়তে॥ ৫৬
স্পৃষ্টা রজস্বলাং যাস্তু সগোত্রাঞ্চ সভর্ত্তৃকাম্।
কামাদকামাতো বাপি স্নাত্বা কালেন শুধ্যতি॥ ৫৭
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ক্ষত্রিয়া শূদ্রজা তথা।
কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতে পূর্ব্বা শূদ্রা পাদেন শুধ্যতি॥ ৫৮
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং ক্ষত্রিয়া শূদ্রজা তথা।
পাদহীনং চরেৎ পূর্ব্বা পাদার্দ্ধন্তু তথোত্তরা॥ ৫৯
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যং বৈশ্যজা শূদ্রজা তথা।
কৃচ্ছ্রপাদং চরেৎ পূর্ব্বা তদর্দ্ধন্তু তথোত্তরা॥ ৬০

না। যদি শরীর কাক, বলাকা এবং চিল্লপ্রভৃতি কর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়, অথবা অপবিত্রবস্তুলিপ্ত হয়, কিম্বা গাত্রে ও মুখে অপবিত্র বস্তু সম্প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে, ঐরূপ লেপাদিদূষিত ব্যক্তির স্নানদ্বারা শুদ্ধি। হস্ত ভিন্ন নাভির ঊর্দ্ধ অঙ্গ যদি অপবিত্র বস্তু অর্থাৎ কাকবিষ্ঠাদিসংযোগে দূষিত হয়, তাহা হইলে, স্নান করিবে, আর নাভির অধোদেশ ঐরূপ দূষিত হইলে, মৃত্তিকা-জল দ্বারা প্রক্ষালন (করিবে)। কেবল তদ্দ্বারাই ঊর্দ্ধ ও অধঃ অঙ্গ শুদ্ধ হইবে। রেতঃ মূত্র বিষ্ঠা প্রভৃতি অভক্ষ্য, অপেয় ও অলেহ্য বস্তুর ভক্ষণে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে? পদ্মপত্র, উডুম্বরপত্র, বিল্বপত্র, কুশ, অশ্বত্থপত্র, এবং পলাশপত্র এইসকল বস্তুর ক্বাথ-জল ছয়দিন পান করিলে বিশুদ্ধ হইবে। প্রব্রজ্যা ও অগ্নিতে মৃত্যু না হওয়ায় যে বিপ্র প্রত্যবসিত হইয়া অনাহিতাগ্নি হয় ও গৃহস্থত্ব করিতে হয়, সে, তিন প্রাজাপত্য, তিন চান্দ্রায়ণ করিবে, এবং কথিত জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা পুনঃসংস্কৃত হইবে। তূলিকা, উপাধান, পুষ্প ও রক্তাম্বর রৌদ্রে শুকাইয়া জলছিটা দিলেই শুচি হইবে। ৪১—৫০। দেশ, কাল, আত্মা, দ্রব্য দ্রব্যপ্রয়োজন, উপপত্তি ও অবস্থা বুঝিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। পথ, কর্দ্দম, জল, নৌকা লৌহময় বস্তু, তৃণ ও ইষ্টকরচিত গৃহ—বায়ু, এবং সূর্য্যরশ্মি-সম্পর্কে শুদ্ধি লাভ করে। পীড়িত ব্যক্তির অশুচি বস্তু স্পর্শাদি-প্রযুক্ত স্নান করা আবশ্যক হইলে, সুস্থ ব্যক্তি দশবার স্নান করিয়া প্রতিবার তাহাকে স্পর্শ করিবে, তাহা হইলেই পীড়িত ব্যক্তি শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ এবং ভিল্ল এই সপ্ত জাতি অন্ত্যজ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ইহাদিগের স্ত্রীতে উপগত হইলে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে*। রজস্বলা স্ত্রীদিগের পরস্পর স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি (ছুঁয়াছুঁয়ি) হইলে তাহাদিগের বর্ণে বর্ণে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে? রজস্বলা স্ত্রী, যে সগোত্রা, সভর্ত্তৃকা, রজস্বলাকে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ স্পর্শ করিবে, সেই রজস্বলা ও স্পর্শ-কারিণী রজস্বলা যথাসময়ে স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। রজস্বলা ব্রাহ্মণী ও রজস্বলা শূদ্রা পরস্পরের স্পর্শ হইলে, পূর্ব্বা অর্থাৎ ব্রাহ্মণী এক প্রাজাপত্য দ্বারা, ও শূদ্রা পাদকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। রজস্বলা ক্ষত্রিয়া ও রজস্বলা শূদ্রা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করিলে, পূর্ব্বা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া পাদোন প্রাজাপত্য ও উত্তরা অর্থাৎ শূদ্রা পাদকৃচ্ছ্রের অর্দ্ধব্রত করিবে।

* আলিঙ্গনাদিরূপ সামান্য উপভোগে এই প্রায়শ্চিত্ত জানিবে।

স্পৃষ্টা রজস্বলা চৈব শ্বজম্বুকরাসভৈঃ।
তাবৎ তিষ্ঠেন্নিরাহারা স্নাত্বা কালেন শুধ্যতি॥ ৬১
স্পৃষ্টা রজস্বলা কৌশ্চচ্চাণ্ডালৈররজস্বলা।
প্রাজাপত্যেন কৃচ্ছ্রেণ প্রাণায়ামশতেন চ॥ ৬২
বিপ্রঃ স্পৃষ্টো নিশায়াঞ্চ উদক্যা পতিতেন চ।
দিবানীতেন তোয়েন স্নাপয়েচ্চাগ্নিসন্নিধৌ॥ ৬৩
দিবার্করশ্মিসংস্পৃষ্টং রাত্রৌ নক্ষত্ররশ্মিভিঃ।
সন্ধ্যোভয়োশ্চ সন্ধ্যায়াঃ পবিত্রং সর্ব্বদা জলম্॥ ৬৪
অপঃ করনখস্পৃষ্টাঃ পিবেদাচমনে দ্বিজঃ।
সুরাং পিবতি সুব্যক্তং যমস্য বচনং যথা॥ ৬৫

রজস্বলা বৈশ্যা ও রজস্বলা শূদ্রা পরস্পরে পরস্পরকে স্পর্শ করিলে, পূর্ব্বা (বৈশ্যা) পাদকৃচ্ছ্র এবং উত্তরা তদর্দ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তের অর্দ্ধ—কৃচ্ছ্রপাদের একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৫১—৬০। রজস্বলা নারী কুক্কুর, ছাগ, শৃগাল বা গর্দ্দভকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে যথাসময়ে ততদিন উপবাস করিবে এবং স্নান করিবে, তদ্দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবে অর্থাৎ যেদিন কুক্কুরাদিস্পর্শ হইবে, সেই দিন হইতে, রজোদর্শনের চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত গণনা করিলে যে কয়েক দিন হয়, সেই কয় দিন উপবাস করিবে যথা—রজোদর্শনের প্রথম দিনে ঐ সকল স্পর্শ হইলে, চার দিন উপবাস, দ্বিতীয় দিনে হইলে তিন দিন উপবাস ইত্যাদি। রজস্বলাসম্বন্ধে যে স্থানে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে ও হইবে, তাহার একটী বিধি এই যে,—ঋতুদর্শনের চতুর্থ দিবসে স্নানাদি করিয়া তৎপর দিন প্রায়শ্চিত্ত করিবে; সুরতাং যে ঋতুপ্রথমদিনে কুক্কুরাদিস্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ঋতুর পঞ্চম দিন হইতে চারি দিন উপবাস করিতে হইবে ও স্নান করিবে ইত্যাদি যথাসম্ভব জানিবে। কতকগুলি চাণ্ডাল, রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিয়া ফেলিলে ঐ রজস্বলার প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইবে এবং অরজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিলে ঐ নারী শতবার প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ, রাত্রিকালে রজস্বলা বা পতিত কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, ঐ ব্রাহ্মণকে দিবসে আনীত জল দ্বারা অগ্নিসমীপে স্নান করাইবে। দিবসে সূর্য্যকিরণসম্বন্ধে, রাত্রিতে নক্ষত্রালোকসংযোগে, এবং উভয় সন্ধ্যাতে, সন্ধ্যার সুস্নিগ্ধ কিরণে, এইরূপে সর্ব্বদাই—জল পবিত্র। যে দ্বিজ আচমনসময়ে করনখস্পৃষ্ট জল পান করে, সে স্পষ্ট

খাতবাপ্যোস্তথা কূপে পাষাণৈঃ শস্ত্রঘাতনৈঃ
যষ্ট্যা তু ঘাতনে চৈব মৃৎপিণ্ডে গোকুলেন চ॥ ৬৬
রোধনে বন্ধনে চৈব স্থাপিতে পুষ্কলে তথা।
কাষ্ঠে বনস্পতৌ রোধসঙ্কটে রজ্জুবস্ত্রয়োঃ॥ ৬৭
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং গাবঃ প্রমাদস্থানমুত্তমম্।
যত্র যত্র মৃতা গাবঃ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥ ৬৮
দারুণা ঘাতনে কৃচ্ছ্রং পাষাণৈর্দ্দ্বিগুণং ভবেৎ।
অর্দ্ধকৃচ্ছ্রন্তু খাতে স্যাৎ পাদকৃচ্ছ্রন্তু পাদপে॥ ৬৯
শস্ত্রাঘাতে ত্রিকৃচ্ছ্রাণি যষ্টিঘাতে দ্বয়ং চরেৎ॥ ৭০
কৃচ্ছ্রেণ বস্ত্রাঘাতেঽপি গোঘ্নশ্চেতি বিশুধ্যতি।
যো বর্ত্তয়তি গোমধ্যে নদীকান্তারমস্তিকে॥ ৭১
রোমাণি প্রথমে পাদে দ্বিতীয়ে শ্মশ্রু বাপয়েৎ।
তৃতীয়ে তু শিখা ধার্য্যা চতুর্থে সশিখং বপেৎ॥ ৭২
ন স্ত্রীণাং বপনং কুর্য্যাৎ ন চ সা গামনুব্রজেৎ।
ন চ রাত্রৌ বসেদ্গোষ্ঠে ন কুর্য্যাদ্বৈদিকীং শ্রুতিম্॥ ৭৩

সুরাপায়ী হয় অর্থাৎ তাহা সুরাপানের সমান পাপজনক, ইহা যমের বচন। খাত, বাপী, কূপ, পাষাণপ্রহার, শস্ত্রাঘাত, যষ্ট্যাঘাত, মৃৎপিণ্ডপ্রহার, গোষ্ঠ, রোধন, বন্ধন, স্থাপিত পুষ্কলে (খোঁয়াড়) কাষ্ঠ, বৃক্ষ, রোধসঙ্কট, অর্থাৎ যে বিষমস্থানে কোনরূপে একবার প্রবিষ্ট হইলে আর নির্গত হইবার যো থাকে না, রজ্জু এবং বস্ত্র, তোমাকে বলিয়াছি যে, ইহারা গাভীর প্রধান প্রমাদ স্থান (অর্থাৎ ইহারা গাভীমরণের প্রধান কারণ)। ইহার মধ্যে যেখানে বা যে কারণে গাভীর মৃত্যু হউক না কেন, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেই। কাষ্ঠপ্রহারে মরিলে প্রাজাপত্য, পাষাণাঘাতে মরিলে তাহার পূর্ব্বোক্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। খাতে পড়িয়া মরিলে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র, বৃক্ষপতনে মৃত্যু হইলে পাদকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত হইবে। শস্ত্রাঘাতে মরিলে তিন প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত, যষ্টিপ্রহারে দুই প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৬১—৭০। বস্ত্রবদ্ধ হইয়া গাভীর মৃত্যু হইলে, এক প্রাজাপত্য—সেই গোহত্যাকারী এইরূপে শুদ্ধি লাভ করিবে যে, নদী বা কান্তারের নিকটে গাভী সকলের মধ্যে (প্রায়শ্চিত্ত অবস্থায়) কালাতিপাত করিবে। প্রথমপাদে রোম, দ্বিতীয়পাদে রোম ও শ্মশ্রু, তৃতীয়পাদে শিখাভিন্ন মস্তকের কেশ (রোম ও শ্মশ্রু), চতুর্থপাদে শিখাপর্য্যন্ত বপন করিবে। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মস্তক মুণ্ডন করিবে না, স্ত্রীজাতি গবানুগমন করিবে না, রাত্রিকালে গোষ্ঠে বাস করিবে না

সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ম্।
এবমেব তু নারীণাং শিরসো বপনং স্মৃতম্ ॥ ৭৪
মৃতকেন তু জাতেন উভয়োঃ সূতকং ভবেৎ।
পাতকেন তু লিপ্তেন নাস্ত সূতকিতা ভবেৎ ॥ ৭৫
চত্বারি খলু কর্ম্মাণি সন্ধ্যাকালে বিবর্জ্জয়েৎ।
আহারং মৈথুনং নিদ্রাং স্বাধ্যায়ঞ্চ চতুর্থকম্ ॥ ৭৬

এবং বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিবে না। সকল কেশ উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইতে দুই অঙ্গুলি কেশ ছেদন করিবে, নারীদিগের কেশ মুণ্ডন এইরূপ স্মৃত হইয়াছে। জন্ম ও মৃত্যু এই উভয় হইতেই অশৌচ হয়; কিন্তু পাপলিপ্ত ব্যক্তির (মরণে) অশৌচ হইবে না। সন্ধ্যাকালে চারিটী কার্য্য ত্যাগ করিবে, যথা;—আহার, মৈথুন, নিদ্রা, (এই তিন) আর চতুর্থ—স্বাধ্যায়। সে

আহারাজ্জায়তে ব্যাধিঃ ক্রূরগর্ভশ্চ মৈথুনে।
নিদ্রা শ্রিয়ো নিবর্ত্তন্তে স্বাধ্যায়ে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৭৭
অজ্ঞানাত্তু দ্বিজশ্রেষ্ঠ বর্ণানাং হিতকাম্যয়া।
ময়া প্রোক্তমিদং শাস্ত্রং সাবধানোঽবধারয় ॥ ৭৮

সময়ে আহার করিলে ব্যাধি হয়, মৈথুন করিলে তাহাতে যে গর্ভ হইবে তাহা অত্যন্ত ক্রূর-স্বভাবান্বিত হইয়া থাকে। নিদ্রা যাইলে লক্ষ্মী থাকে না এবং স্বাধ্যায় করিলে নিশ্চয় মরণ হয়। (যম শ্রোতাঋষিকে বলিতেছেন যে) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কিরূপে হিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ বর্ণদিগের হিতকামনায় আমি এই শাস্ত্র বলিলাম, সাবধান হইয়া অবধারণ কর। ৭১-৭৮।

যমসংহিতা সমাপ্ত।